Islamic Online Madrasah(IOM)

কুরআন-হাদীসের আলোকে রমজান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত

শিক্ষার্থীর নাম: ইফাতুন নেছা

কোর্সের নাম: RAM302

কোর্স শিক্ষকের নাম: মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ

Assignment Submission Date
10th June, 2023

সূচীপত্র

কুরআন-হাদীসের আলোকে রমজান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত

রমজানের ভূমিকা: রমজান মহান আল্লাহর অপূর্ব রহমতের বারিধারায় সমৃদ্ধ এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগসংবলিত একটি মাস। এ মাস মুমিনের প্রার্থিত এবং ইবাদতের বসন্ত হিসেবে পরিচিত। মাহে রমজানের প্রতি ঈমানদারদের অনুরাগ ও আগ্রহ সীমাহীন। মহিমান্বিত এ মাসের মর্যাদা অপরিসীম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়’ । [1]

হিজরী পঞ্জিকার বারোটি মাসের মধ্যে শুধুমাত্র একটি মাসের নামই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আর সে মাসটি হলো রমযান। যা এ মাসটির অসামান্য মর্যাদা পরিচয় বহন করে।

রমযান একটি আরবি শব্দ। এর শব্দমূল হলো রা-মিম-দোয়াদ । আরবি ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত গরম, কঠোর সূর্যতাপ, দহন,জ্বলন,তৃষ্ণা এবং গলে যাওয়া। রমযান মাসে যেহেতু নেক আমলের কারণে বিগত গুনাহ বা পাপগুলো বিমোচিত হয়ে যায় কিংবা গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায় সেজন্যেই এ মাসের নাম হলো রমযান।

রমযনের রোযা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরই রোযার স্থান। রোযার আরবি শব্দ সওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সওম বলা হয়-প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোযাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা ফরয।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা (২) : ১৮৩)

রহমত বরকত ও মাগফেরাতের মাস রমযান। এই মাস তাই সবার কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই চায় কীভাবে এ মাস থেকে বেশি বেশি উপকৃত হওয়া যায়। সবাই

আন্তরিকভাবে কামনা করে নিজেকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে পবিত্র একটি জীবন শুরু করতে।

রোযার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন:"রোযা একান্তই আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেবো।

পরকালে যে তিনি কী পুরস্কার দেবেন তার কিছুটা ইঙ্গিত নবী কারিম (সা.) আমাদের দিয়েছেন। সে থেকে রোযাদারগণ নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হবার আনন্দ পাবেন। রাসূলে খোদা বলেছেন, 'রমযান এমন একটি মাস যে মাসে আল্লাহ তোমাদের জন্যে রোযা রাখাকে ফরজ করে দিয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় রোযা রাখবে,তার জন্যে রোযার সেই দিনটি হবে এমন যেন সবেমাত্র সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে,অর্থাৎ রোযাদার তার সকল গুণাহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিষ্পাপ শিশুটির মতো হয়ে যাবে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পবিত্র রমজানের ফজিলত,গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,পবিত্র রমজান মাস দয়া,কল্যাণ ও ক্ষমার মাস। এ মাস মহান আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাসের দিনগুলো সবচেয়ে সেরা দিন,এর রাতগুলো শ্রেষ্ঠ রাত এবং এর প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান ।রহমত বরকত ও মাগফিরাতের মাস তথা পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহর দস্তরখান আমাদের জন্যে উন্মুক্ত । তিনি তোমাদেরকে এ মাসে সম্মানিত করেছেন। এ মাসে তোমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস মহান আল্লাহর গুণগান বা জিকিরের সমতুল্য;এ মাসে তোমাদের ঘুম প্রার্থনার সমতুল্য,এ মাসে তোমাদের সৎকাজ এবং প্রার্থনা বা দোয়াগুলো কবুল করা হবে। তাই মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক ও পবিত্র চিত্তে প্রার্থনা করো যে,তিনি যেন তোমাদেরকে রোজা রাখার এবং কোরআন তেলাওয়াতের তৌফিক দান করেন ।গুনাহর জন্যে অনুতপ্ত হও ও তওবা কর এবং নামাজের সময় মোনাজাতের জন্যে হাত উপরে তোলো,কারণ নামাজের সময় দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠ সময়,এ সময় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান,এ সময় কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন,কেউ তাঁকে ডাকলে তিনি জবাব দেন,কেউ কাকুতি-মিনতি করলে তার কাকুতি মিনতি তিনি গ্রহণ করেন ।কেননা পবিত্র কোরআনে সুরা গাফিরের ৫৯ নম্বর আয়াতে তিনি নিজেই বলেছেন,

তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো,নিশ্চয় যারা আমার আমার ইবাদত হতে বিমুখ,তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী (সা.) রমজানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আরো বলেছেন,হে মানব সকল ! তোমরা তোমাদের আত্মাকে নিজ কামনা-বাসনার দাসে পরিণত করেছো, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে একে মুক্ত করো। তোমাদের পিঠ গোনাহর ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে,তাই সেজদাগুলোকে দীর্ঘায়িত করে পিঠকে হালকা করো। জেনে রাখ মহান আল্লাহ নিজ সম্মানের শপথ করে বলেছেন,রমজান মাসে নামাজ আদায়কারী ও সেজদাকারীদেরকে শাস্তি বা আজাব দিবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। হে আল্লাহর বান্দারা ! তোমাদের যে কেউ কোনো মুমিনকে

ইফতারি দেবে, আল্লাহ তাঁকে এর বিনিময়ে একজন দাসকে মুক্ত করার সওয়াব দান করবেন এবং দয়াময় আল্লাহ তাঁর অতীতের গুনাহও ক্ষমা করে দেবেন।"

সাহাবীরা আরজ করলেন, অন্যদেরকে ইফতারি করানোর সামর্থ আমাদের সবার নেই।" তিনি বললেন,রোজাদারদের ইফতারি দেয়ার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে দূরে রাখ,আর সে ইফতারি যদি একটি খুরমার অর্ধেক বা এমনকি সামান্য পানিও হয়ে থাকে।"

তিনি (সা.) আরো বলেছেন,জান্নাতের মধ্যে আটটি দরজা আছে।এর মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারবে। সেদিন এই বলে ডাক দেয়া হবে- রোযাদার কোথায় ? তারা যেন এই পথে বেহেশতে প্রবেশ করে। এভাবে সকল রোযাদার ভিতরে প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। রাসূলে খোদা আরো বলেছেন,রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালার কাছে মেশক হতেও পবিত্র ও সুগন্ধিময়। সুতরাং রোযা অবস্থায় কেউ যেন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া বিবাদ না করে।

নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি প্রকৃতই দূর্ভাগা বা হতভাগ্য যে রমজান মাস পেয়েও মহান আল্লাহর ক্ষমা হতে বঞ্চিত হয়।বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামীন আরো বলেছেন,রমজান মাসে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মাধ্যমে কিয়ামত বা শেষ বিচার দিবসের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কথা স্মরণ কর ।অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য কর ও সাদাকা দাও।বয়স্ক ও বৃদ্ধদেরকে সম্মান কর এবং শিশু ও ছোটদেরকে স্নেহ কর। আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা কর । তোমাদের জিহবাকে সংযত রাখ,নিষিদ্ধ বা হারাম দৃশ্য দেখা থেকে চোখকে আবৃত রাখ,যেসব কথা শোনা ঠিক নয় সেসব শোনা থেকে কানকে নিবৃত রাখ। এতিমদেরকে দয়া কর যাতে তোমার সন্তানরা যদি এতিম হয় তাহলে তারাও যেন দয়া পায়।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আরো বলেছেন,যারা এই মাসে অর্থাৎ পবিত্র রমজান মাসে নিজ ব্যবহার ও আচার আচরণকে সুন্দর করবে তারা সেদিন সহজেই পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। যারা এই মাসে ভৃত্য বা অধীনস্তদের কাজ কমিয়ে দেবে মহান আল্লাহ শেষ বিচার দিবসে তার হিসাব সহজ করে দেবেন। যারা এই মাসে অর্থাৎ রমজান মাসে মানুষকে বিরক্ত করা বা কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে,বা অন্যদের দোষ ঢেকে রাখবে,কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ নিজ ক্রোধ থেকে তাদের রক্ষা করবেন। যারা রমজান মাসে এতীমকে আদর যত্ন বা সম্মান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে সম্মান করবেন। যারা এই মাসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করবে ও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে রহমতের ধারায় সিক্ত করবেন,আর যারা এই মাসে আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে বা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে আল্লাহ শেষ বিচার দিবসে তাদেরকে নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন।"

মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বিশ্বনবী (সা.) পবিত্র রমজানের ফজিলত সম্পর্কে আরো বলেছেন,যে এই মাসে নফল নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন,যে একটি ফরজ নামাজ আদায় করবে তাকে অন্য মাসের সত্তুরটি ওয়াজিব নামাজ আদায়ের সওয়াব দান করবেন। যে কেউ এ মাসে আমার প্রতি বার বার দরুদ পাঠাবে

আল্লাহ তার সৎ আমলের পাল্লা ভারী করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি এই মাসে অর্থাৎ রমজান মাসে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি অন্য মাসে সমগ্র কোরআন তেলাওয়াতের সমান পরিমাণ সওয়াব পাবে।

হে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা! এই মাসে বেহেশতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর যেন এ দরজাগুলো তোমাদের জন্যে বন্ধ হয়ে না যায়। এই মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয়েছে,তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো যেন এই দরজাগুলো কখনও তোমাদের জন্যে খুলে দেয়া না হয়। শয়তানগুলোকে এ মাসে হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে,আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো সেগুলো যেন তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে না পারে।

রমজান মাস সম্পর্কে নবী করিম (সা.)এর এই ভাষণের এক পর্যায়ে আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) বললেন,হে আল্লাহর রাসূল! এ মাসের শ্রেষ্ঠ আমল কি?

রাসূল (সা.) বললেন,হে আবুল হাসান! এ মাসের শ্রেষ্ঠ কাজ বা আমল হলো নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা।

রোজার মাস: রোজার মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলের জন্য মহান আল্লাহ রমজান মাসকে নির্ধারিত করেছেন। রমজান মাস মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

‘সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে রোজা পালন করে।(সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

কোরআনের মাস: মহান আল্লাহ মানবজাতির হিদায়াতের জন্য সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআন রমজান মাসে অবতীর্ণ করেছেন।

কোরআনের সূত্র ধরেই রমজান শ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আল্লাহ বলেন, ‘রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

লাইলাতুল কদরের মাস: লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত হাজার মাস হতে উত্তম। হাজার মাসে ৮৩ বছর চার মাস হয়।

মহিমান্বিত এই রাত রমজান মাসেই। আল্লাহ বলেন, ‘আর আপনি কি জানেন কদরের রাত কী? কদরের রাত হলো হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ রাতে ফেরেশতা ও রুহুল কুদুস [জিবরাইল (আ.)] তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে। (এ রাতের) আগাগোড়া শান্তি, যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।’ (সুরা কদর, আয়াত: ২-৫)

রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত হওয়ার মাস: রমজান মাসে আল্লাহর রহমত ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়।

জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর অভিশপ্ত ও অবাধ্য শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। এসবই রমজান মাসের বরকত। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন রমজান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।' [2]

ক্ষমা লাভের মাস: মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রমজান মাস দান করেন। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর ক্ষমা অর্জন করতে না পারাটা খুবই দুঃখজনক। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার পরও আমার প্রতি দরুদ পড়ে না। ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক, যার কাছে রমজান মাস এসে চলে যায়, অথচ তার পাপগুলো মাফ করিয়ে নিতে পারে না। ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক, যে তার মাতা-পিতা বা তাদের একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েছে কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেনি।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৪৫)

দোয়া কবুলের মাস: রমজান মাসজুড়ে দোয়া কবুল হয়। রোজাদারের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। রোজাদারের দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মহান আল্লাহ রমজান মাসের প্রত্যেক রাতে ও দিনে অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর প্রত্যেক মুসলমানের দোয়া কবুল করা হয়।' (শুয়াবুল ঈমান, হাদিস: ৩৬০৫)

ওমরাহর মর্যাদা হজের মতো হওয়ার মাস: রমজান মাসে ওমরাহ পালন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে হজ পালনের মতো। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) হজ থেকে ফিরে এলেন, তখন উম্মে সিনান নামক এক আনসারি নারীকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে হজ করা থেকে নিষেধ করল? জবাবে ওই নারী বলল, ওমুকের পিতা (তথা তার স্বামী)। তার পানি সেচের দুটি উট আছে। একটির ওপর সওয়ার হয়ে তিনি হজ করেছেন, আরেকটি দিয়ে জমিতে পানি সেচা হয়েছে। এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'রমজান মাসে ওমরাহ করা আমার সঙ্গে হজ আদায় করার সমতুল্য।' (বুখারি, হাদিস : ১৭৬৪)

জান্নাতকে সজ্জিত করার মাস: রমজান মাসকে কেন্দ্র করে বছরজুড়ে জান্নাতকে সাজানো হয়। এ সাজ রোজাদারদের জন্য এবং রমজানকে যথার্থভাবে পালনকারীদের জন্য। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমজানের জন্যই সজ্জিত করা হয় এবং উন্নতমানের সুগন্ধি দ্বারা ধোঁয়া দেওয়া হয়। রমজান মাসের প্রথম তারিখ থেকে আরশে আজিমের নিচ থেকে বিশেষ ধরনের এক বাতাস বয়ে আসে, যার নাম 'মশিরা'। যার দোলনায় জান্নাতের গাছের পাতা এবং দরজার কড়া এমনভাবে দোলে, যা থেকে মন মাতানো এক প্রকারের সুর-লহরি সৃষ্টি হয়। যে রকম আওয়াজ শ্রবণকারীরা এর আগে আর কখনো শোনেনি।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩৬৯৫)

<u>জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস:</u> রমজান মাসে মহান আল্লাহ তাঁর ক্ষমা ও দয়াকে সুপ্রসারিত করেন। অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ রমজান মাসের প্রত্যেক রাতে ও দিনে অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩৬০৫)

<u>মধ্যবর্তী সময়ের কাফ্ফারার মাস:</u> ভালো কাজের দ্বারা মন্দ কাজগুলো দূর হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমা থেকে অন্য জুমা এবং এক রমজান থেকে অন্য রমজান মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়, যদি সে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।' (মুসলিম, হাদিস: ৫৭৪)

আসলে মাহে রমজানকে যথার্থভাবে উদ্যাপনের জন্য একটু আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সময়ে রমজান যতই ঘনিয়ে আসত, রমজান নিয়ে তাঁর আগ্রহ, আলোচনা ও আমলের মাত্রা ততই বেড়ে যেত এবং তিনি সাহাবিদের রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিতেন। রমজানের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে রমজানকে স্বাগত জানাতে মুমিনদের অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলেছে। স্বাগতম মাহে রমজান।

ক্ষমা, রহমত ও মুক্তির অনন্য বার্তা নিয়ে শ্রেষ্ঠ মাস রামাযান আমাদের নিকটে প্রায় সমাগত। প্রত্যেক মুমিনের হৃদয় এই মহা সম্মানিত মাসের অপেক্ষায় সদা উদগ্রিব থাকে। রামাযানে আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও নাজাতের জন্য আমাদের উচিত এই মাসকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা ও কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনার মাধ্যমে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা। এজন্য চাই বেশ কিছু কর্মভিত্তিক পূর্ব প্রস্তুততি। যা নিয়ে ইবাদতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল |

(১) খালেছ নিয়তে ইবাদতের দৃঢ় সংকল্প করা:

যেকোন কাজে সফলতার পূর্বশর্ত হল সেই বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প করা। আর ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য খালেছ নিয়তের বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

'নিশ্চয়ই সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী হা/১।)

(২) শাবান মাস থেকেই ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা:

মহিমান্বিত রামাযান মাসে সফলতা লাভ করতে হলে শাবান মাস থেকেই নেক আমল আরম্ভ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শাবান মাসে অধিক হারে ছিয়াম পালন করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একাধারে (এত অধিক) ছিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশী) ছিয়াম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) ছিয়াম পালন করবেন না। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শা 'বান মাসের চেয়ে কোন মাসে এতো অধিক (নফল) ছিয়াম পালন করতে দেখিনি' । [3]

(৩) তওবা করে গুনাহ হতে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা:

বিভিন্ন পাপের দ্বারা মানুষের আমলনামা কালিমালিপ্ত হয়ে যায়। রামাযান আসে সে পাপ মোচনের জন্য। বিধায় পাপ হতে ফিরে এসে তওবার মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে ইবাদতে মনোযোগী হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খালেছ তওবা কর। আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত' (তাহরীম ৬৬/৮)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

'হে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহর নিকটে তওবা কর; কারণ, আমি তাঁর কাছে দিনে একশতবার তওবা করি'। [4]

তিনি আরো বলেন,

'আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তরবারেরও অধিক ইস্তিগফার ও তওবাহ করে থাকি'। [5]

রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্বাপর সব গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ এরপরও তিনি প্রতিদিন ৭০ থেকে ১০০ তওবা করেন। সুতরাং আমাদেরকেও গোনাহ থেকে অধিকহারে তওবা করা আবশ্যক।

(৪) কাযা ছিয়াম থাকলে তা আদায় করে নেওয়া:

বিভিন্ন কারণে অনেকের ছিয়াম কাযা হ' তে পারে। হয়ত নানা ব্যস্ততার কারণে যা আদায় করা হয়নি। রামাযানের পূর্বেই শা 'বান মাসের মধ্যেই তা আদায় করে নিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

'আমার উপর রামাযানের যে কাযা হয়ে যেত তা পরবর্তী শা 'বান ব্যতীত আমি আদায় করতে পারতাম না'। [6]

(৫) রামাযানের ফযীলত অবগত হওয়া:

আল্লাহর অশেষ রহমতের পসরা নিয়ে রামাযান আগমন করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

'যখন রামাযান মাস আসে, তখন রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়'। [7]

এছাড়া রামাযান অশেষ ফযীলতপূর্ণ মাস। এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। এ মাসেই লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে, যা হাযার মাস ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এ মাসে বহু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ মাসের ছিয়াম ও ক্বিয়ামের মাধ্যমে পূর্ববর্তী গোনাহ থেকে মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং এ মাসের এ ফযীলতের দিকগুলো অবগত হয়ে সে অনুযায়ী

পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করলে রামাযানে অধিক নেক আমল করা সম্ভব হবে এবং ইবাদতের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

(৬) রামাযান বিষয়ক মাসআলা জেনে নেওয়া:

রামাযান সম্পর্কিত নানা মাসআলা জেনে নেওয়া উচিত। যাতে রামাযানের ছিয়াম ত্রুটিপূর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই সাথে অনেক বিষয় অজ্ঞাত থাকার ফলে নানা অসুবিধা ও কষ্ট থেকে বাঁচা যায়। যেমন সফরকালে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ, ভুল বশত খেলে ছিয়াম ভঙ্গ না হওয়া, প্রবল ঘুমের কারণে সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়াম সিদ্ধ হওয়া এবং স্বপ্নদোষের কারণে ছিয়াম ভঙ্গ না হওয়া ইত্যাদি মাসআলা জানা থাকলে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

(৭) নফস ও শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখা:

মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। আল্লাহ বলেন,

‘নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ’ (ইউসুফ ১২/৫৩)।

অপরদিকে শয়তান সর্বদা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। আল্লাহ শয়তানের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেন,

‘আপনার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করব’ (ছোয়াদ ৩৮/৮২)।

সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্তরায় হল মানুষের নফসে আম্মারা ও শয়তানের কু-মন্ত্রণা। এই মাসে যদিও শয়তান শৃংখলিত থাকে তবুও ষড়রিপুর তাড়নায় মানুষ অন্যায় ও পাপ করে বসে। অনেক সময় নিজেকে ইবাদতে মশগূল রাখতে পারে না। তাই এই বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন হয়ে তা মোকাবেলা করতে হবে।

(৮) রামাযানের আগমনে আনন্দিত হওয়া:

রামাযান মাস নেকী অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত এ নেয়ামত লাভের সুযোগ পেয়ে মুমিন হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘বল, আল্লাহর এই দান (কুরআন) ও তাঁর রহমতের (ইসলামের) কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। এটি তারা যা কিছু সঞ্চয় করেছে সেসব থেকে অনেক উত্তম’ (ইউনুস ১০/৫৮)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ছিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হয়। যখন ইফতার করে তখন সে আনন্দিত হয়। আর যখন সে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার ছওমের কারণে আনন্দিত হবে’। [8]

নেকী অর্জনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই আনন্দকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রস্ত্ততি গ্রহণ করা যরূরী।

(৯) পূর্ববর্তী রামাযানের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা:

রামাযানের ফযীলত লাভ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। ইবাদতের মাধ্যমে রামাযানে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে না পারলে তা হবে চরম ব্যর্থতা। হযরত মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন,

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার 'আমীন' বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ' ল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন' ! ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অথচ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন! অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বলা হ' ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। অতঃপর সে মারা গেল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। আমি বললাম, আমীন' । [9]

অন্যত্র তিনি বলেন,

'তোমাদের জন্য রমাযানের বরকতময় মাস এসেছে। এ মাসে ছিয়াম রাখা আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের সব দরজা। এ মাসে বিদ্রোহী শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ' ল, সে অবশ্যই প্রত্যেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত রইল' । [10]

সুতরাং কল্যাণ বঞ্চিত না হয়ে এবং রামাযানে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে না পারার ব্যর্থতা ঘোচাতে রামাযানে সাধ্যমত ইবাদত-বন্দেগী, যিকর-আযকার ও তাসবীহ, তেলাওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণ নেকীর হকদার হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

(১০) আল্লাহর নিকটে তাওফীক কামনা ও কঠোর পরিশ্রম করা:

রামাযানে ছিয়াম পালন ও ফরয ছালাত সহ অধিক নফল ছালাত আদায় করার চেষ্টা করা এবং এজন্য আল্লাহর নিকটে তওফীক কামনা করতে হবে। কেননা এ মাসে বেশী বেশী ছিয়াম-ক্বিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, দু' ব্যক্তি

দূর-দূরান্ত থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলো। তারা ছিল খাঁটি মুসলমান। তাদের একজন ছিল অপরজন অপেক্ষা শক্তিধর মুজাহিদ। তাদের মধ্যকার মুজাহিদ ব্যক্তি যুদ্ধ করে শহীদ হ' ল এবং অপরজন এক বছর পর মারা গেল। তালহা (রাঃ) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত এবং আমি তাদের সাথে আছি। জান্নাত থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এসে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরে মারা গিয়েছিল তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিল। সে পুনরায় বের হয়ে এসে শহীদ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিল। পরে সে আমার নিকট ফিরে এসে বলল, তুমি চলে যাও। কেননা তোমার (জান্নাতে প্রবেশের) সময় এখনও হয়নি, তোমার পালা পরে। সকাল বেলা তালহা (রাঃ) উক্ত ঘটনা লোকেদের নিকট বর্ণনা করলেন। তারা এতে বিস্ময়াভিভূত হল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কানে গেল এবং তারাও তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন, কি কারণে তোমরা বিস্মিত হ' লে? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তাদের দু' জনের মধ্যে অধিকতর শক্তিধর মুজাহিদ। তাকে শহীদ করা হয়েছে। অথচ অপর লোকটি তার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করল! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, অপর লোকটি কি তার পরে এক বছর জীবিত থাকেনি? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে একটি রামাযান মাস পেয়েছে, ছিয়াম রেখেছে এবং এক বছর যাবত এই এই ছালাত কি পড়েনি? তারা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আসমান-যমীনের মধ্য যে ব্যবধান রয়েছে, তাদের দু' জনের মধ্যে রয়েছে তার চেয়ে অধিক ব্যবধান' । [11]

উপরোক্ত ফযীলত লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে তাওফীক ও সাহায্য চাইতে হবে। সেই সাথে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজে সফল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(১১) পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ মীমাংসা করে নিতে হবে:

রামাযানে মহান আল্লাহ অনেক মানুষকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যাদের মাঝে বিবাদ-বিসম্বাদ আছে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ মিটিয়ে নেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

‘সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয় এ শর্তে যে, সে আল্লাহ তা ‘আলার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না। আর সে ব্যক্তি এ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, যে কোন মুসলিমের সাথে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে। ফেরেশতাদেরকে বলা হয় যে, এদের অবকাশ দাও, যেন তারা পরস্পর মীমাংসা করে নিতে পারে' । [12]

ছিয়ামের মাসায়েল

১. ছিয়ামের নিয়ত: নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবী বা অন্য ভাষায় নিয়ত পড়া বিদআত।

২. সাহারী ও ইফতার:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

(ক) 'তোমরা সাহারী কর। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে'। [13]

তিনি বলেন,

(খ) 'আহলে কিতাবদের সাথে আমাদের ছিয়ামের পার্থক্য হ' ল সাহারী খাওয়া'। [14]

তিনি আরও বলেন,

(গ) 'সাহারীর সময় খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'। [15]

তিনি বলেন,

(ঘ) 'তোমরা ইফতার দ্রুত কর এবং সাহারী দেরীতে কর'। [16]

৩. ইফতারকালে দোআ: 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে। [17] ইফতারের দোআ হিসাবে প্রসিদ্ধ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ'। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দোআ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ' ('পিপাসা দূরীভূত হল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হল')। [18]

৪. সাহারীর আযান: রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'। [19] বুখারীর ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত যা কিছু করা হয় সবই বিদ 'আত'। [20]

৫. তারাবীহর ছালাতের ফযীলত: রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'। [21]

৬. তারাবীহর রাকআত সংখ্যা:

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাকআতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২)[22] চার রাকআত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাকআত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাকআত পড়েন।[23] 'রাত্রির ছালাত' বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দুটোকেই বুঝানো হয় (মিরআত)।

(২) হযরত ওমর (রাঃ) ১১ রাকআত তারাবীহ জামাআতের সাথে আদায় করার সুন্নাত পুনরায় চালু করেন, ২০ রাকআত নয়। যেমন হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, 'খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হযরত উবাই বিন কাব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাকআত ছালাত জামাআত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন'।[24] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২৩ রাকআত তারাবীহ পড়তেন বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, সেটি যঈফ।[25]

(৩) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাকআত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান। [26] তিনি প্রতি দুরাকআত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাকআত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাকআত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না। [27] দারুল উলূম দেউবন্দ-এর সাবেক মুহতামিম আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাকআত ছিল।

৭. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ:

(ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়।

(খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু' মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়। (নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।)

(গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হলে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। [29]

(ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন (বাক্বারাহ ২/১৮৪)। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১৮৪ আয়াত।) ইবনু আববাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[30]

(ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।(নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।) ফিদইয়ার পরিমাণ দৈনিক এক মুদ বা সিকি ছা চাউল অথবা গম [31]। তবে বেশী দিলে বেশী নেকী পাবেন (বাক্বারাহ ২/১৮৪)।

৮. ইতিকাফ: ইতিকাফ তাক্বওয়া অর্জনের একটি বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধানের সুযোগ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ইতিকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেছেন' । [32] নারীদের জন্য বাড়ীর নিকটস্থ জুমআ মসজিদে ইতিকাফ করা উত্তম (ফাৎহুল বারী হা/২০৩৩-এর আলোচনা)। তবে ইতিকাফের বিশেষ ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে কিছু পাওয়া যায় না।

২০শে রামাযান সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন বাদ মাগরিব বের হবে। (সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ 'ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ।) তবে বাধ্যগত কারণে শেষ দশদিনের সময়ে আগপিছ করা যাবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফকারী নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করবে না (বুখারী হা/২০২৯)।

৯. ক্বদরের রাত্রিগুলিতে ও ইতিকাফ অবস্থায় ইবাদত করার নিয়মাবলী:

(ক) দীর্ঘ রুকূ ও সিজদার মাধ্যমে বিতরসহ ১১ রাকআত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা। [33]

(খ) প্রয়োজনে একই সূরা, তাসবীহ ও দো 'আ বারবার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করা। [34]

(গ) অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করা (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)।

(ঘ) একনিষ্ঠ চিত্তে দোআ-দরূদ ও তওবা-ইস্তেগফার করা। ক্বদরের রাত্রিতে ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ দোআ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউভুন তুহিববুল 'আফওয়া ফাফু আন্নী' (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর) [35] দোআটি বেশী বেশী পাঠ করা।

(ঙ) তারাবীহর ৮ রাকআত ছালাত জামাআতের সাথে আদায় করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমামের সাথে ক্বিয়ামকারী সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী পেয়ে থাকে' ।[36]

(চ) জামাআতের সাথে ৮ রাকআত তারাবীহ শেষে খাওয়া-দাওয়া ও কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াতের পর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর শেষ রাতে উঠে টয়লেট সেরে এসে তাহিইয়াতুল ওযূ ও তাহিইয়াতুল মসজিদ বা অন্যান্য ছালাত যেমন ছালাতুত তওবাহ, ছালাতুল হাজত, ছালাতুল ইস্তিখারাহ ইত্যাদি নফল ছালাত শেষে ৩ অথবা ৫ রাকআত বিতর পড়বেন। অতঃপর সাহারী শেষে ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত পড়বেন। অতঃপর জামা 'আতে এসে ফজরের ছালাত আদায় করবেন। এরপর ঘুমিয়ে যাবেন।

(ছ) ঘুম থেকে উঠে টয়লেট ও গোসল সেরে মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত তাহিইয়াতুল ওযূ ও দু' রাকআত তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করবেন। এভাবে যতবার

টয়লেটে যাবেন, ততবার করবেন। অতঃপর বেলা ১২-টার মধ্যে ২ থেকে সর্বোচ্চ ১২ রাকআত পর্যন্ত ছালাতুয যোহা বা চাশতের ছালাত আদায় করবেন। প্রতি ছালাতের শেষ বৈঠকে নিজের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও জাতির কল্যাণ চেয়ে আল্লাহর নিকটে দোআ করবেন। উক্ত নিয়তে আল্লা-হুম্মা রববানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র' । অথবা আল্লা-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া ..। 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' । হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এ দোআটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন (বুখারী হা/৬৩৮৯)। এ সময় দুনিয়াবী চাহিদার বিষয়গুলি নিয়তের মধ্যে শামিল করবেন। কেননা আল্লাহ বান্দার অন্তরের খবর রাখেন ও তার হৃদয়ের কান্না শোনেন (মুমিন ৪০/১৯)। দোআর সময় নির্দিষ্টভাবে কোন বিষয়ের নাম না করাই ভাল। কেননা ভবিষ্যতে বান্দার কিসে মঙ্গল আছে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন [37]। রোগ আরোগ্যের জন্য বা অন্যান্য দোআ সমূহের জন্য দেখুন- ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'যরূরী দোআ সমূহ' অধ্যায় ২৬৭-৩০০ পৃ.।

(জ) দিন-রাত কুরআন তেলাওয়াত, তাফসীর বা অন্যান্য দ্বীনী কিতাব সমূহ অধ্যয়নে রত থাকবেন। বিশেষ করে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি শেষ করুন এবং তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) থেকে কমপক্ষে সূরা ফাতিহা, নাবা, আছর ও সূরা তাকাছুর-এর তাফসীর পাঠ করুন। (ঝ) উচ্চ শব্দে ইবাদত করবেন না। অন্যের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটাবেন না।

(ঞ) ক্বদরের রাত্রিগুলিতে মসজিদে দীর্ঘ ওয়ায মাহফিলের ও বিশেষ খানাপিনার আয়োজন করবেন না। যাতে ইবাদতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে উপরোক্ত বিষয়গুলো পালনের মাধ্যমে রামাযানের বরকত হাছিলের তাওফীক দান করুন-আমীন! আমীন! আমীন!

রেফারেন্সসমূহ

[1] বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮

[2] বুখারি, হাদিস : ৩১০৩; মুসলিম, হাদিস : ২৫৪৭

[3] বুখারী হা/১৯৬৯, ১৯৭০, ৬৪৬৫ ‘ছিয়াম’ অধ্যায়, ‘শাবানের ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১১৫৬।

[4] মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫।

[5] বুখারী হা/৬৩০৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৮১৬; মিশকাত হা/২৩২৩।

[6] বুখারী হা/১৯৫০;মুসলিম হা/১১৪৬।

[7] মুসলিম হা/১০৭৯; নাসাঈ হা/২১০০।

[8] বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।

[9] ছহীহ ইবনু হিববান হা/৪০৯, ছহীহ লেগায়রিহী।

[10] নাসাঈ হা/২১০৬; মিশকাত হা/১৯৬২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৯৯৯; ছহীহুল জামে ‘ হা/৫৫।

[11] আহমাদ হা/১৪০৪, ৮১৯৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯২৫; আত-তা ‘লীকুর রাগীব ১/১৪২-১৪৩, হাদীছ ছহীহ।

[12] মুসলিম হা/২৫৬৫; আবূদাঊদ হা/৪৬১৬; তিরমিযী হা/২১০৯; মিশকাত হা/৫০২৯।

[13] বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫; মিশকাত হা/১৯৮২।

[14] মুসলিম হা/১০৯৬; মিশকাত হা/১৯৮৩।

[15] আবুদাঊদ হা/২৩৫০; মিশকাত হা/১৯৮৮।

[16] ছহীহুল জামে ‘ হা/৩৯৮৯

[17] বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।

[18] আবুদাঊদ হা/২৩৫৭-২৩৫৮; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।

[19] বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।

[20] ফাৎহুল বারী ‘ফজরের পূর্বে আযান’ অনুচ্ছেদ ২/১২৩-২৪।

[21] মুসলিম হা/৭৫৯; মিশকাত হা/১২৯৬।

[22] বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১১৮৮।

[23] বুখারী ১/১৫৪ পৃ., হা/১১৪৭; মুসলিম ১/২৫৪ পৃ., হা/১৭২৩ ও অন্যান্য; দ্র: ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)’।

[24] মুওয়াত্ত্বা হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২ ‘রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ’ অনুচ্ছেদ।

[25] হাশিয়া আলবানী মিশকাত হা/১৩০২; ঐ, ছালাতুত তারাবীহ ৬১ পৃ.।

[26] ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১০৭০ ‘সনদ হাসান’ ২/১৩৮ পৃঃ; মির‘আত ৪/৩২০।

[27] মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরূত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।

[28] আল-‘আরফুশ শাযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, দ্রঃ ২/২০৮ পৃ.; মিরআত ৪/৩২১।

[29] শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩; ১/১৬২ পৃঃ।

[30] বুখারী হা/৪৫০৫; ইরওয়া হা/৯১২; নায়ল ৫/৩১১ পৃঃ।

[31] বায়হাক্বী হা/৮০০৫-০৬, ৪/২৫৪ পৃ.

[32] বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।

[33] বুখারী হা/১১৪৭; মুসলিম হা/৭৩৮।

[34] ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; আবুদাঊদ হা/৮১৬; মিশকাত হা/৮৬২, ১২০৫।

[35] ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; তিরমিযী হা/৩৫১৩; মিশকাত হা/২০৯১।

[36] তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাঊদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮।

[37] ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২২ পৃ.

শিক্ষার্থীর তথ্য

নাম: ইফাতুন নেছা

বর্তমান ঠিকানাঃ ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার প্রকল্প (গেটঃ ০২), পলাশ, নরসিংদী

ব্যাচ নম্বর: 202

রোল নম্বর: 1901089202

ফোন নম্বর: 01739984041

ই-মেইল: efatunnessanesfa@gmail.com

আমার সম্পর্কে আত্মপরিচয়: আমি একজন গৃহিণী এবং আমি IOM-এর একজন ছাত্রী । আমার একটি মেয়েও আছে। আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক সংস্কৃতি ও ইতিহাসে এমএ সম্পন্ন করেছি।